ইন্ডাস্ট্রিঅল টিজিএসএল জেন্ডার নীতি

(IndustriALL TGSL Gender Policy)

1 নীতি বিবৃতি এবং অঙ্গীকারসমূহ

ইন্ডাস্ট্রিঅল নারী অধিকার ও লিঙ্গ সমতা অগ্রসর করে এবং ট্রেড ইউনিয়নে নারীদের পূর্ণ অন্তর্ভুক্তিকে উৎসাহিত করে, যার মধ্যে সকল স্তরে নেতৃত্ব কাঠামো এবং কার্যক্রমে সমান অংশগ্রহণ অন্তর্ভুক্ত। এটি সকল ধরণের বৈষম্যের বিরোধিতা করে।

এর সহযোগী সংগঠনগুলোর মাধ্যমে গঠিত ইন্ডাস্ট্রিঅল, স্বীকার করে যে টিজিএসএল খাতে পক্ষপাতমূলক ধ্যানধারণা ও লিঙ্গভিত্তিক ভূমিকা নারীদের সমান অধিকার, সম্পদ ও সুযোগে প্রবেশাধিকারকে বাধাগ্রস্ত করে। এই বৈষম্য গভীরভাবে অভ্যাসগত/প্রোথিত সামাজিক নিয়ম ও ক্ষমতার কাঠামো থেকে উদ্ভূত, যা বৈষম্য, ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধার অসম বণ্টনকে স্থায়ী করে তোলে। খাতটির বৈশিষ্ট্য হলো ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন উৎপাদন (geographically dispersed production) এবং গতিশীল বাজারচালিত রূপান্তর (dynamic market-driven transformations)। এটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে এবং বিশ্বব্যাপী লক্ষ লক্ষ শ্রমিককে কর্মসংস্থানের সুযোগ দেয়, বিশেষ করে তরুণ নারীদের। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) এর মতে, এ খাতে ৯ কোটি শ্রমিক কর্মরত, যার মধ্যে ৫ কোটি ৫৬ লাখ নারী।

অতএব, ইন্ডাস্ট্রিঅলের লক্ষ্য ও মিশনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে—যা হলো গণতন্ত্র ও সামাজিক ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে মানুষকে অগ্রাধিকার দিয়ে নতুন অর্থনৈতিক ও সামাজিক মডেলের জন্য লড়াই করা—এই খাত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নিম্নলিখিত বিষয়গুলোকে উন্নীত করতে:

- বৈচিত্র্য (Diversity)
- পুরুষ, নারী এবং লিঙ্গ-বৈচিত্র্যময় মানুষের জন্য সমান সুযোগ, সমান আচরণ ও সমান ফলাফল
- সকল মানুষের মধ্যে ক্ষমতা ও সম্পদের ন্যায্য বণ্টন

ইন্ডাস্ট্রিআল টিজিএসএল খাতের ভিশন হলো এমন একটি সমৃদ্ধ খাত যেখানে নারী, পুরুষ এবং লিঙ্গ-বৈচিত্র্যময় ব্যক্তিরা তাদের কর্মজীবন জুড়ে সমান অধিকার ভোগ করবে; মর্যাদাপূর্ণ ও উন্নত জীবন নিশ্চিত করার ক্ষমতা রাখবে নিজেদের, তাদের পরিবার ও তাদের সম্প্রদায়ের জন্য; এমন একটি কর্মপরিবেশ থেকে উপকৃত হবে যা সহিংসতা ও হয়রানির সকল রূপ থেকে মুক্ত, যার মধ্যে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা ও হয়রানি (GBVH) অন্তর্ভুক্ত; মর্যাদাপূর্ণ আয়, সমমূল্যের কাজের জন্য সমান মজুরি এবং সুস্থ ও নিরাপদ কর্মস্থলে সমান প্রবেশাধিকার (equal access) পাবে; নিজেদের সম্পদ সঞ্চয় ও নিয়ন্ত্রণ করবে; এবং নিজেদের কণ্ঠস্বর প্রকাশ করবে।

2 সংজ্ঞা*

লিঙ্গ (Gender): লিঙ্গ বলতে পুরুষ ও নারীর সাথে সম্পর্কিত সামাজিক বৈশিষ্ট্য ও সুযোগ, নারী ও পুরুষ, মেয়ে ও ছেলেদের মধ্যে সম্পর্ক, একইসাথে নারীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং পুরুষদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝায়। এই বৈশিষ্ট্য, সুযোগ এবং সম্পর্ক সামাজিকভাবে নির্মিত এবং সমাজীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন সংস্কৃতিতে শেখানো হয়। এগুলো প্রেক্ষাপট (context) ও সময়ভেদে নির্দিষ্ট এবং পরিবর্তনযোগ্য।

লিঙ্গ পরিচয় (Gender identity): লিঙ্গ পরিচয় বলতে প্রত্যেক ব্যক্তির গভীরভাবে অনুভূত অভ্যন্তরীণ ও ব্যক্তিগত লিঙ্গ অভিজ্ঞতাকে বোঝায়, যা জন্মের সময় নির্ধারিত জৈবিক লিঙ্গের (sex assigned at birth) সাথে মিলে যেতে পারে বা নাও পারে। এর মধ্যে শরীর সম্পর্কে ব্যক্তিগত অনুভূতি অন্তর্ভুক্ত থাকে (যা নিজের ইচ্ছায় চিকিৎসা, শল্যচিকিৎসা বা অন্যান্য উপায়ে শারীরিক চেহারা বা কার্যকারিতার পরিবর্তন জড়িত থাকতে পারে) এবং লিঙ্গের অন্যান্য প্রকাশভঙ্গি যেমন পোশাক, বক্তৃতা ও আচার-আচরণ। "লিঙ্গ-বৈচিত্র্যময়" ("gender-diverse") শব্দটি ব্যবহার করা হয় এমন ব্যক্তিদের বোঝাতে যাদের লিঙ্গ পরিচয় ও প্রকাশ নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপট ও সময়ে প্রচলিত লিঙ্গ মানদণ্ডের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, যার মধ্যে এমন ব্যক্তিরাও রয়েছেন যারা নিজেদেরকে নারী/পুরুষ দ্বৈত কাঠামোর মধ্যে স্থাপন করেন না। আরও নির্দিষ্ট শব্দ "ট্রান্স" (trans) ব্যবহার করা হয় সেইসব ব্যক্তিদের বর্ণনা করতে যারা জন্মের সময় নির্ধারিত লিঙ্গের চেয়ে ভিন্ন লিঙ্গের সাথে নিজেদেরকে পরিচিত করেন।

লিঙ্গ মূলধারায় অন্তর্ভুক্তকরণ (Gender mainstreaming): যেকোন পরিকল্পিত পদক্ষেপ—যেমন আইন, নীতি বা কর্মসূচি—এর প্রভাব নারী ও পুরুষ উভয়ের ওপর কেমন হবে তা মূল্যায়নের প্রক্রিয়া। এটি এমন একটি কৌশল যার মাধ্যমে নারী ও পুরুষ উভয়ের উদ্বেগ ও অভিজ্ঞতাকে নীতি ও কর্মসূচির পরিকল্পনা/ নকশা, বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের একটি অপরিহার্য উপাদান করা হয়, যাতে প্রোগ্রামেটিক, কাঠামোগত ও কার্যক্রমের সকল স্তরে নারী ও পুরুষ সমানভাবে উপকৃত হয় এবং বৈষম্য পুনরুৎপাদিত না হয়। চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো লিঙ্গ সমতা অর্জন। তাই, লিঙ্গ সমতা হলো দীর্ঘমেয়াদি এবং সর্বোচ্চ উন্নয়ন লক্ষ্য, আর লিঙ্গ মূলধারায় অন্তর্ভুক্তকরণ হলো সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য গৃহীত নির্দিষ্ট কৌশলগত পদ্ধতি এবং প্রাযুক্তিক ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়াসমূহ।

লিঙ্গ বিশ্লেষণ (Gender Analysis): একটি লিঙ্গ বিশ্লেষণ কোনো নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে নারী, পুরুষ এবং লিঙ্গ-বৈচিত্র্যময় মানুষের মধ্যে ও তাদের ভেতরে সম্পদ ও ক্ষমতার বণ্টন, সুযোগ এবং সীমাবদ্ধতা সংক্রান্ত পার্থক্যগুলোকে চিহ্নিত করে। বিশ্লেষণে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে যেমন:

- উৎপাদনশীল কাজে শ্রমের বিভাজন
- লিঙ্গভিত্তিক ভূমিকা ও দায়িত্ব
- সম্পদ (ভৌত/বস্তুগত, আর্থিক, মানবিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি) প্রাপ্তি ও নিয়ন্ত্রণের অধিকার

* পিজিএ গ্লসারি এবং জাতিসংঘ মানবাধিকার হাইকমিশনারের অফিস (UNHROHC) থেকে গৃহীত সংজ্ঞা

লিঙ্গ ন্যায় (Gender equity): লিঙ্গ ন্যায় বলতে নারী, পুরুষ এবং লিঙ্গ-বৈচিত্র্যময় মানুষের জন্য তাদের নিজ নিজ প্রয়োজন অনুসারে ন্যায্য আচরণ বোঝায়। এর মধ্যে সমান আচরণ অন্তর্ভুক্ত হতে পারে অথবা ভিন্ন ধরনের আচরণ অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, তবে তা অধিকার, সুবিধা, দায়িত্ব এবং সুযোগের বিচারে সমমানের বিবেচিত হয় এবং বিভিন্ন চাহিদা, সাংস্কৃতিক বাধা এবং নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর প্রতি অতীত বৈষম্যকে বিবেচনায় নেয়।

লিঙ্গ সমতা (Gender equality): লিঙ্গ সমতা বলতে নারী, পুরুষ এবং লিঙ্গ-বৈচিত্র্যময় মানুষের সমান অধিকার, দায়িত্ব ও সুযোগকে বোঝায়। সমতা মানে এই নয় যে নারী ও পুরুষ একরকম হয়ে যাবে, বরং তাদের অধিকার, দায়িত্ব ও সুযোগ তাদের লিঙ্গের ওপর নির্ভর করবে না। লিঙ্গ সমতা বোঝায় যে নারী ও পুরুষ উভয়ের স্বার্থ, চাহিদা ও অগ্রাধিকার বিবেচনায় নেওয়া হবে, এবং নারী ও পুরুষের বিভিন্ন গোষ্ঠীর বৈচিত্র্যকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। লিঙ্গ সমতা কোনো "নারী-ইস্যু" নয় বরং নারী ও পুরুষ উভয়েরই পূর্ণ মনোযোগ ও সম্পৃক্ততা প্রয়োজন। লিঙ্গ সমতা মানে নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য সমান ফলাফল। লিঙ্গ ন্যায় হলো লিঙ্গ সমতা অর্জনের প্রক্রিয়া; এটি স্বীকার করে যে নারীরা প্রায়ই পুরুষদের মতো একই অবস্থান থেকে শুরু করে না এবং সমতা অর্জনের জন্য ভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ প্রয়োজন হতে পারে।

3 বাস্তবায়নের জন্য দিকনির্দেশক নীতি (Guiding Principles for Implementation)

নিম্নলিখিত নীতিগুলো ইন্ডাস্ট্রিঅলের লিঙ্গ সমতা উন্নীতকরণ এবং একটি লিঙ্গ-রূপান্তরমূলক কর্মসূচি পরিচালনার প্রচেষ্টাকে দিকনির্দেশনা দেয়:

- চিহ্নিত লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য এবং তার মূল কারণগুলোকে সক্রিয়ভাবে সমাধান করা।
- সেক্টরের কাজকে অন্তর্ভুক্তিমূলক, আন্তঃসম্পর্কিত (intersectional) এবং লিঙ্গ-সংবেদনশীল পদ্ধতিতে পরিচালনা করা, যাতে নারী ও পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থ ও প্রয়োজন চিহ্নিত ও সমাধান করা যায়।
- অন্তর্ভুক্তিমূলকভাবে কাজ করা, যাতে নারী ও পুরুষের—তাদের বৈচিত্র্যসহ—অংশগ্রহণ ও কণ্ঠস্বর সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রতিফলিত হয়।
- লিঙ্গ বৈষম্য ও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা ও হয়রানির (GBVH) বিরুদ্ধে সক্রিয়, গতিশীল, পদ্ধতিগত এবং প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা; এর মধ্যে যৌন অভিমুখিতা (sexual orientation), লিঙ্গ পরিচয়, লিঙ্গ প্রকাশভঙ্গি এবং যৌন বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে বৈষম্যও অন্তর্ভুক্ত।

4 নীতির লক্ষ্য ও অগ্রাধিকারসমূহ

এই নীতির মাধ্যমে টিজিএসএল সেক্টর নিম্নলিখিত অগ্রাধিকারে অবদান রাখতে চায়:

১. কর্মস্থলের নিরাপত্তা এবং লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা ও হয়রানি (GBVH) বন্ধ করা

- নিরাপদ, স্বাস্থ্যকর এবং লিঙ্গ-সংবেদনশীল কর্মস্থল নিশ্চিত করা।
- জিবিভিএইচ (GBVH), নারীবিদ্বেষ ও লিঙ্গবৈষম্য বন্ধ করা।
- লিঙ্গ-সংবেদনশীল পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা (OHS) কাঠামো উন্নীত করা।

২. প্রতিনিধিত্ব, অন্তর্ভুক্তি এবং নেতৃত্ব

- ইন্ডাস্ট্রিঅল নেতৃত্ব এবং সহযোগী কাঠামোতে নারীর প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি করা।
- তরুণ নারীদের অন্তর্ভুক্তি জোরদার করা এবং নারী ট্রেড ইউনিয়ন নেত্রীদের মেন্টরশিপ ও নেতৃত্ব উন্নয়নের মাধ্যমে সহায়তা করা।
- টিজিএসএল-এর সকল কাঠামোতে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও লিঙ্গ-সমতাভিত্তিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

৩. মর্যাদাপূর্ণ কাজ, সামাজিক সুরক্ষা ও সমতা

- লিঙ্গভিত্তিক মজুরি বৈষম্য দূর করা এবং সমমূল্যের কাজের জন্য সমান মজুরি নিশ্চিত করা।
- সকলের জন্য মর্যাদাপূর্ণ কাজ ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা, যার মধ্যে অনানুষ্ঠানিক এবং অভিবাসী নারী শ্রমিকরাও অন্তর্ভুক্ত।
- কাজ-জীবনের ভারসাম্য ও যৌথ দায়িত্ব (co-responsibility) সম্পর্কিত নীতিকে সমর্থন করা, যা যত্নের অসম বোঝাকে (unequal burden of care) সমাধান করে।
- "ন্যায্য রূপান্তর ঘোষণাপত্র" (Just Transition Manifesto) বাস্তবায়ন করা এবং ন্যায্য রূপান্তর ও ভবিষ্যতের কাজের কর্মসূচিতে লিঙ্গ সমতাকে অন্তর্ভুক্ত করা।

৪. সংহতি, আন্দোলন সংগঠিত করা এবং বৈশ্বিক পদক্ষেপ

- বিশ্বব্যাপী টিজিএসএল নারী শ্রমিকদের সাথে সংহতি গড়ে তোলা এবং সম্মিলিত পদক্ষেপকে অগ্রসর করা।
- অঞ্চল ও উপখাত জুড়ে বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ তৈরি ও সক্রিয় করা, যাতে তারা লিঙ্গ-রূপান্তরমূলক পদক্ষেপ পরিচালনা করতে পারে।

একটি কার্যকরী কাঠামো (operational framework) তৈরি করা হবে, যা এই লক্ষ্যগুলোকে সুস্পষ্ট, বাস্তবায়নযোগ্য পদক্ষেপে রূপান্তর করবে এবং যা সম্পদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বৃহত্তর ইন্ডাস্ট্রিঅলের লিঙ্গভিত্তিক কার্যকরী কাঠামোর সাথে সংহত করা হবে। প্রতিটি লক্ষ্যকে স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি বা দীর্ঘমেয়াদি সময়সীমার সাথে যুক্ত করা উচিত, এবং অগ্রগতি বার্ষিকভাবে লিঙ্গ বিশেষজ্ঞ কমিটির ("Gender Expert Committee") এর মাধ্যমে সূচক অনুযায়ী পর্যবেক্ষণ করা হবে।

5 নীতি বাস্তবায়ন

i. কাঠামো এবং দায়িত্বসমূহ

টিজিএসএল স্টিয়ারিং কমিটি (TGSL Steering Committee)

টিজিএসএল স্টিয়ারিং কমিটি দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে:

- টিজিএসএল জেন্ডার নীতির অধীনে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা এবং অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা, যাতে সেক্টর জুড়ে একটি রূপান্তরমূলক কর্মসূচি অগ্রসর করা যায়।
- নীতি বাস্তবায়ন এবং জেন্ডার নীতির অধীনে নির্ধারিত অগ্রাধিকারগুলোর পর্যবেক্ষণ করা।

টিজিএসএল জেন্ডার বিশেষজ্ঞ কমিটি (TGSL gender expert committee)

টিজিএসএল জেন্ডার বিশেষজ্ঞ কমিটি ২০২১ সালে গঠিত হয়েছিল এবং এতে ইন্ডাস্ট্রিঅলের প্রতিটি অঞ্চলের প্রতিনিধি ছিল। এই কমিটি এখন টিজিএসএল স্টিয়ারিং কমিটির জন্য একটি পরামর্শমূলক ভূমিকা পালন করবে। এটি বছরে একবার বৈঠক করবে। এর ভূমিকা হবে প্রতি বছর স্টিয়ারিং কমিটিকে একটি খসড়া কর্মপরিকল্পনা এবং অগ্রাধিকার প্রস্তাব করা, যা টিজিএসএল জেন্ডার নীতির অধীনে সেক্টর জুড়ে একটি রূপান্তরমূলক কর্মসূচি অগ্রসর করবে।

এছাড়াও এটি প্রতি বছর গৃহীত পদক্ষেপ এবং ইন্ডাস্ট্রিঅলের টিজিএসএল জেন্ডার নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে অর্জিত ফলাফলগুলো পর্যালোচনা করবে।

সহ-সভাপতিরা (Co-Chairs)

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নে কাজ করবে, যাতে স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয়।

এর ভূমিকা নীতি গৃহীত হওয়ার দুই বছর পর মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা করা হবে।

সচিবালয় (Secretariat)

সচিবালয় টিজিএসএল স্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক গৃহীত টিজিএসএল জেন্ডার নীতির অধীনে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা এবং অগ্রাধিকার বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করবে।

ii. সেক্টরভিত্তিক, নেটওয়ার্ক, নারী ও জেন্ডার কাঠামোর মধ্যে সম্পর্ক ও আন্তঃক্রিয়া (interaction)

টিজিএসএল নারী বিশেষজ্ঞ কমিটি নিশ্চিত করবে যে, প্রতিটি কংগ্রেস সময়কালের জন্য নারী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত অগ্রাধিকারসমূহ তার কার্যকরী কাঠামোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে এবং লিঙ্গ সমতার ক্ষেত্রে অগ্রগতি ও উন্নত অনুশীলনসমূহ সম্পর্কে নিয়মিতভাবে নারী কমিটিকে প্রতিবেদন দেবে।

টিজিএসএল নারী বিশেষজ্ঞ কমিটি তার কার্যক্রম এবং কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি সম্পর্কে টিজিএসএল স্টিয়ারিং কমিটিকে নিয়মিতভাবে প্রতিবেদন প্রদান অব্যাহত রাখবে।

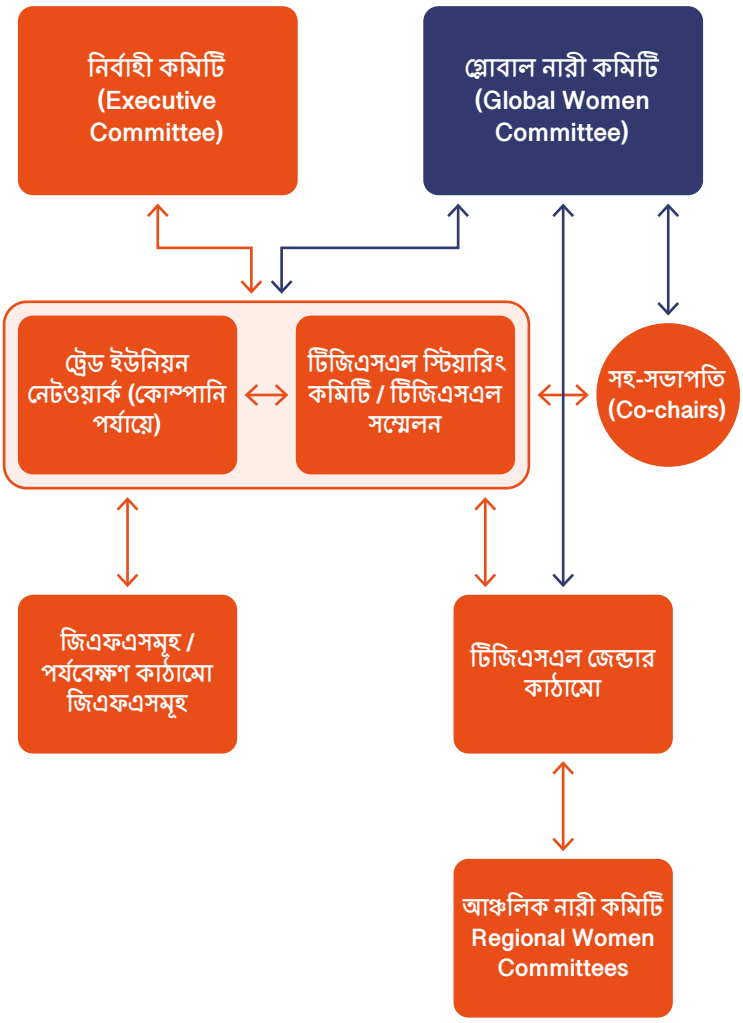

iii. সেক্টরের সকল কার্যক্রমে লিঙ্গ মূলধারায় অন্তর্ভুক্তকরণ (Mainstreaming gender into all the action of the sector)

সেক্টরটি লিঙ্গ মূলধারায় অন্তর্ভুক্তকরণের জন্য একটি দ্বৈত/যমজ-পথ (twin-track/dual-track) পদ্ধতি গ্রহণ করবে:

টার্গেটেড (লক্ষ্যভিত্তিক) পদ্ধতি

- লিঙ্গ সমতা অর্জনের নির্দিষ্ট ঘাটতি ও চ্যালেঞ্জগুলোর ওপর কেন্দ্র করে লক্ষ্যভিত্তিক হস্তক্ষেপ বা পদক্ষেপ তৈরি করা।
- লক্ষ্যভিত্তিক হস্তক্ষেপ হলো সেইসব পদক্ষেপ যেখানে লিঙ্গ সমতাই মূলনীতি বা প্রাথমিক লক্ষ্য।

ইন্টিগ্রেটেড (একীভূত) পদ্ধতি

- লিঙ্গ সমতা সম্পর্কিত বিষয়গুলোকে নিয়মিতভাবে নীতি ও কর্মসূচির সব ক্ষেত্রে একীভূত করা, যাতে নীতি ও কর্মসূচি হয় লিঙ্গ-সংবেদনশীল।
- একীভূত পদক্ষেপ বোঝায় এমন হস্তক্ষেপ যেখানে মূল লক্ষ্য অন্য কোনো সেক্টর বা নীতিগত ক্ষেত্রে (যেমন স্বাস্থ্য, কৃষি বা জ্বালানি) সম্পর্কিত, কিন্তু যেখানে লিঙ্গ সমতা একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য।

সেক্টরে পরিচালিত সকল কার্যক্রমে নারী, পুরুষ এবং লিঙ্গ-বৈচিত্র্যময় মানুষের ভিন্ন ভিন্ন চাহিদা চিহ্নিত ও তার প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে লিঙ্গকে মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করার পাশাপাশি, সেক্টরটি নির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করবে যার মূল লক্ষ্য হবে বৈষম্য দূর করা। এগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে:

- ৮ মার্চ বা ২৫ নভেম্বর সেক্টরভিত্তিক প্রচারাভিযান আয়োজন করা।
- টিজিএসএল-এ কর্মরত পুরুষদের জন্য লিঙ্গ সমতা এবং পুরুষত্ব (masculinities) নিয়ে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা।
- সেক্টরভিত্তিক লিঙ্গ-সম্পর্কিত বিষয়ে সেমিনার আয়োজন করা।

iv. সম্পদ (Resources)

একটি কার্যকরী কাঠামো (operational framework) তৈরি করার সময়, লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের কথা বিবেচনা করা গুরুত্বপূর্ণ। নির্দিষ্ট কর্মসূচির জন্য সেক্টরভিত্তিক এবং বহিরাগত তহবিল বরাদ্দ করা উচিত এবং সহযোগী সংগঠনগুলোকে তাদের বাজেট থেকে অর্থ সংরক্ষণ করতে হবে, যাতে তাদের কার্যক্রমে কার্যকরভাবে লিঙ্গ মূলধারায় অন্তর্ভুক্তকরণ নিশ্চিত হয়।

Mondiaal FNV

এই প্রকাশনাটি মন্ডিয়াল এফএনভি (Mondiaal FNV) -এর সহায়তায় প্রস্তুত করা হয়েছে।